



216480 - ইবনে হাজার আসকালানি কি মলিাদুন্নবী উদযাপন জায়যে বলছেন

প্রশ্ন

সত্যই কি ইবনে হাজার আসকালানি মলিাদুন্নবী উদযাপন করা জায়যে বলছেন? কারণ আমাদের আলজেরিয়াতে অনেকে মাশায়খে ইবনে হাজার আসকালানি এর জায়যে বলাকে মলিাদুন্নবী জায়যে হওয়ার পক্ষযে দললি দনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

মলিাদুন্নবী উদযাপন করা একটিনিব উদ্ভাবতি বদিত। সর্বপ্রথম এটি চালু করছে উবাইদি ফাতমে খলফিরা। তারা ছলি ইসলাম ত্যাগকারী পথভ্রষ্ট ফরেকাভুক্ত। উত্তম তিনি প্রজন্মভুক্ত কোন একজন পূর্বসূরি থেকেও এ কর্ম মুস্তাহাব হওয়া কথিবা জায়যে হওয়া মরমে কোন উদ্ধৃতি নেই।

দুই:

যে কোন শরয়ি বধিান নরিণয়রে মূল উৎস: কুরআন ও সুন্নাহ। আলমেগণ হচ্ছনে- নবীদরে উত্তরসূরি। তাঁরা হচ্ছনে- ইলমরে পতাকাবাহী। আল্লাহ তাআলা আলমেদরেককে দ্বীনি জ্ঞাননে প্রজ্ঞা অর্জনরে তাওফকি দয়িছেনে। প্রত্যকে আলমে আল্লাহ তার জন্য যতটুকু অর্জন করা সহজ করে দয়িছেনে ততটুকুই হাছলি করতে পরেছেনে। কোন আলমে যা কছি বলনে এর সবটুকু হক্ব হওয়া বা সঠকি হওয়া অনবিার্য নয়। বরং তিনি মুজতাহদি; যদি তিনি সঠকি সদিধান্ত দনে, তাহলে তিনি পাবনে দুইটি সওয়াব: একটি তার ইজতহিদরে জন্য, অন্যটি তার অভমিত সঠকি হওয়ার জন্য। আর যদি তিনি ভুল সদিধান্ত দনে তাহলেও তিনি ইজতহিদরে সওয়াব পাবনে। তার ভুলটি ক্ষমারহ।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে:

মুজতাহদি আলমেগণরে ব্যাপারে এটাই হচ্ছ কায়দো বা নয়িম: আলমেগণরে মধ্যযে যনি হক বা সঠকি অভমিতে পটৌছার জন্য ইজতহিদ করছেনে, দললি প্রমাণ বচির-বশিল্ষেণ করছেনে তিনি যদি সঠকি সদিধান্তে পটৌছতে পারনে তাহলে তিনি পাবনে দুইটি সওয়াব। আর যদি তিনি ভুল সদিধান্তে পটৌছনে তাহলে তিনি একটি সওয়াব পাবনে; তথা ইজতহিদ করার সওয়াব। [মাজমু ফাতাওয়া বনি বায থেকে সমাপ্ত (৬/৮৯)]



তনি:

সুযুতি (রহঃ) বলেন:

শাইখুল ইসলাম, যুগশ্রেষ্ট হাফযে হাদিসি, ফযলরে পতি, ইবনে হাজারকে মলিাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তনি য়ে জবাব দনে সটোর ভাষ্য হল:

“মলিাদ কর্মরে মূল বধিান হচ্ছ-বদিাত। সলফে সালহেীন তথা উত্তম তনি প্রজন্মরে কারো থেকে এমন আমল বর্ণতি হয়নি। কনিতু তা সত্ববেও এর মধ্যে কিছু ভাল ও ভাল এর বপিরীত বিষয় রয়েছে। য়ে ব্যক্তি এর মধ্যে ভাল কাজগুলো করে এবং বপিরীত কাজগুলো থেকে বঁচে থাকে তাহলে সটো ‘বদিাত-হাসানা’ হবে; অন্যথায় নয়।”

তনি আরও বলেন: “একটি সাব্যস্ত মূল দললি থেকে এই বধিান নরিণয়ন আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি সাব্যস্ত হয়েছে য়ে – নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনীয় এলনে তখন তনি দখেলনে য়ে, ইহুদীরা আশুরার দনি রোযা রাখে। তখন তনি তাদরে কাছে জানতে চাইলে তারা বলল: এই দনি আল্লাহ ফরোউনকে ডুবিয়ে মরেছেন, মুসাকে রক্ষা করছেন। তাই আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই দনি রোযা রাখি।

এই হাদিস থেকে বিশেষ কোন দনি আল্লাহ কোন নয়োমত দিয়ে কথিবা কোন বপিদ দূর করে য়ে দয়া করছেন সে দয়ার শুরিয়া আদায় করা এবং প্রতি বছর সটো পুনঃপুন পালন করার পক্ষে দললি গ্রহণ করা যায়।

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা কয়কে প্রকাররে ইবাদতরে মাধ্যমে আদায় করা যায়। য়মেন- সজিদা দয়ো, রোযা রাখা ও কুরআন তলোওয়াত করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মগ্রহণ করার চয়ে বড় নয়োমত ঐ দনি আর কিততে পার?

উপরোক্ত দৃষ্টিভিঙগরি পরপিরকেষতি সয়ে দনিটি নরিদষ্টিকরণে সতর্কতা অবলম্বন করা উচতি; যাত করে আশুরার দনি মুসা আলাইহিসি সালাম এর ঘটনার সাথে তা পুরোপুরি খাপ খায়। আর যারা এ দৃষ্টিভিঙগি পোষণ করে না তাদরে কাছে ঐ মাসরে য়ে কোন দনি মলিাদ পালন করায় কোন সমস্যা নই। বরং একদল লোক পরসিরটাকে আরও বসিত্ত করে বছরে য়ে কোন দনি মলিাদ পালন করার মত দিয়েছেন। অথচ এমন অভমিতে য়ে দুর্বলতা থাকার তাতো আছই।

এই হলো মলিাদ পালনরে মূল বধিান সংক্রান্ত কথা।

সই দনি কিকি আমল করা হবে:

সই দনি এমন কিছু করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচতি, যা দ্বারা আল্লাহর শুরিয়া আদায় করা বুঝা যায়। ইতপূর্ববে য়ে ধরণরে ইবাদতরে কথা উল্লেখ করা হয়েছে সয়ে ধরণরে; য়মেন- তলোওয়াত করা, খাবার খাওয়ানো, দান করা, নাতে-রাসূল ও দুনিয়া-বরিগতা সংক্রান্ত কিছু সংগীত পশে করা, য়েগুলো মানুষরে অন্তরকে ভাল কাজরে প্রতি ও আখরোতরে আমলরে



প্রতিভাড়াতি করে।

এই দিনে এসব আমলরে সাথে আরও যা কিছু ঘটতে থাকে যমেন- গান শূনা, খলে-তামাশা ইত্যাদি: সতে সবরে ব্যাপারে বলা উচিত: সতে সবরে মধ্যতে যা কিছু আল্লাহর শূকরয়া প্রকাশরে উপলক্ষ হিসেবে পালন করা বধৈ সগেলতে করতে কোন অসুবধি নহৈ। আর যা কিছু হারাম কথিবা মাকরুহ সগেলতে করতে বাধা দয়তে হবতে। অনুরূপভাবে যতে সব কর্ম অনুতম সগেলতে করা থকেও বাধা দয়তে হবতে।”[আল-হাওয়ালিলি-ফাতাওয়া (১/২২৯)]

এখানে যা বলা যায়:

ইবনে হাজার থকে উদ্ধৃত এ ভাষ্যটি বিশ্লেষণ করে তনিটি পয়নেটে কথা বলা যায়:

এক. ইবনে হাজাররে কথায় স্পষ্টভাবে উল্লেখে রয়েছে যতে, মলিাদ অনুষ্ঠান সলফতে সালহেইন এর কর্ম ছিল না। সুতরাং এ দকি থকে তা বদিত। ইবনে হাজার যতে, এই কথা দয়তে তার ফতোয়াটি শুরূ করেছেন সতে ভুলে গেলে চলবে না।

দুই. তনি আরও বলেছেন: “সহৈ দিনি ককি আমল করা হবতে: সহৈ দিনি এমন কিছু করার মধ্যতে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, যা দ্বারা আল্লাহর শূকরয়া আদায় করা বুঝা যায়। ইতপূর্বতে যতে ধরণরে ইবাদতরে কথা উল্লেখে করা হয়েছে সতে ধরণরে; যমেন- তলোওয়াত করা, খাবার খাওয়ানতে, দান করা, নাতে-রাসূল ও দুনিয়া-বরিগ সংক্রান্ত কিছু সংগীত পশে করা, যগেলতে মানুষরে অন্তরকে ভাল কাজরে প্রতি ও আখরতে আমলরে প্রতিভাড়াতি করে।”

কনিতু বর্তমান যামানায় মলিাদুননী অনুষ্ঠান কথিবা অন্যান্য বদিত অনুষ্ঠানগুলোতে মানুষ যা কিছু করে সসেব ইবনে হাজার তার ফতোয়াতে যতে নীতি নির্ধারণ করেছেন এর বপিরীত। বরং কতে যদি বর্তমান যামানার বেশিরভাগ মানুষরে অবস্থা অবলোকন করনে তাহলে দেখতে পাবনে যতে, এসব মলিাদ অনুষ্ঠানে সংঘটিত অধিকাংশ আমল বদিত ও শরয়িত-গর্হিত কর্মরে অন্তর্ভুক্ত। বরং এগুলোতে রয়েছে এমন কিছু অশ্লীল পাপ ও শরয়িত লঙ্ঘন যগেলতের জঘন্যতা সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত!!

ইমাম বুখারী (৮৬৯) ও ইমাম মুসলিম (৪৪৫) আয়শে (রাঃ) থকে বর্ণনা করনে যতে, তনি বলেন: “মহলিারা নতুন নতুন যা করা শুরূ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাদেরকে দেখতনে তাহলে তাদেরকে মসজদি আসতে নষিধে করতনে; যভেবে বনী ইসরাইলরে নারীদেরকে নষিধে করা হয়েছিল।”!!

এই যদি হয় সর্বসম্মতকিরমে শরয়িতসম্মত বিষয়রে ক্ষত্রে উম্মুল মুমিনীন এর মন্তব্য এবং এ ক্ষত্রে মানুষরে পরবর্তন, যার ফলে তনি যা বলার তাই বলেছেন; তাহলে যতে কর্মটি মূলতঃই নব-উদ্ভাবতি, এরপর আবার এর সাথে যুক্ত হয়েছে পারিপার্শ্বকি অনেকে বিষয়, বদিত ও শরয়িত গর্হিত অনেকে কিছু তাহলে?! চক্ষুস্মানরে কাছে বিষয়টি একবোরহৈ পরষিকার।



এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতবে (রহঃ) যা বলছেন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সৈ কথাটি ভবে দখো উচতি:

“মুকাল্লাফ (শরয়িভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তি যৈ সকল মাসয়ালার মুখোমুখি হয় যদি প্রত্যকে মাসয়ালায় মাযহাবগুলোর সহজ অভিমিত (রোখসত) এর অনুসরণ করে, যৈ সব অভিমিত নজিরে মনোবৃত্তির সাথে খাপ খায় সটোর অনুকরণ করে; তাহলে সৈ তাকওয়ার রজ্জু খুলে ফলেল এবং নরিন্তর কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলল এবং শরয়িতপ্রণতো যৈ সুদৃঢ় নরিদশে দয়িছেনে সটো লঙ্ঘন করল, যটোকে অগ্রাধিকার দয়িছেনে সটোকে পশ্চাতে নকিষপে করল।”[আল-মুওয়াফাকাত (৩/১২৩) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্ববজ্ঞঃ।